দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 19 APR 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

প্রসঙ্গ ঃ বিনা সুদে শিক্ষা ঋণ

মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ভূমিকা রাখিতে পারে বলিয়া মত প্রকাশ করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ। সম্প্রতি একটি বেসরকারী ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষার্থী বৃত্তি বিতরণ অনুষ্ঠানে এই প্রসঙ্গে তিনি সুদমুক্ত শিক্ষা ঋণ চালু করিবার পরামর্শ দেন।

যেকোনো দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করিতে হইলে সর্বাগ্রে যাহা প্রয়োজন, তাহা হইল মানব সম্পদের উন্নয়ন। দেশের জনসংখ্যা যখন জনশক্তিতে রূপান্তরিত হয়,তখন উন্নতির পথে সব চাইতে বড় বাধাটি অপসারিত হয়। মানুষের ভেতরকার অমিত সম্ভাবনার দুয়ার যখন খুলিয়া যায় তখন কর্মকুশলতার মধ্যদিয়া বৈষয়িক সম্পদ অর্জন এবং সম্পদ সৃষ্টির পথও প্রশস্ত হইয়া যায়। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মানবসম্পদ উন্নয়নের মৌলিক উপাদানটি হইল সত্যিকারের জ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা। আমাদের দেশের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেশী। এই কথাও সত্য যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বাড়িয়াছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও। দেশে এখন এমন কোনো উপজেলা নাই, যেখানে এক দুইটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অসংখ্য হইয়াছে স্কুল ও মাদ্রাসা। শহরাঞ্চলে সরকারী এবং সরকারের অনুমোদনপ্রাপ্ত স্কুল-কলেজ ছাড়াও পাড়ায়-মহল্লায় গড়িয়া উঠিয়াছে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রাইভেট কলেজ, স্কুল এবং কিন্ডার গার্টেন। দেশে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাও এখন অনেক।

তাহা সত্ত্বেও রূঢ় বাস্তবতা এই যে, জনসংখ্যা অনুপাতে শিক্ষার হার খুব একটা বাড়ে নাই। অন্যদিকে যুব সমাজের এক বিরাট অংশ এসএসসি কিংবা এইচএসসি পাস করিবার পর লেখাপড়া ছাড়িয়া দেয়। ইহার একটি বড় কারণ অভিভাবকগণের আর্থিক অসামর্থ্য। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারের অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারী কলেজসমূহ ছাড়া যেকোনো প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা ব্যয় খুবই বেশী, যাহা সীমিত আয়ের কোনো অভিভাবকের পক্ষে বহন করা কঠিন। এমতাবস্থায় পড়াশোনায় ইতি টানিয়া চাকরী কিংবা অন্যকোনো প্রকারে উপার্জনের ধান্ধার পথে নামিয়া পড়া ছাড়া সীমিত আয় পরিবারের ছেলেমেয়েদের সামনে আর কোনো পথ খোলা থাকে না।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে বি-গ্রেড এবং এ গ্রেড পাওয়া ছেলেমেয়েরাই শিক্ষাজীবনে সাধারণত সবচাইতে বেশী বাধাগ্রস্ত হইয়া থাকে। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহাদের বেশীর ভাগই চান্স পায় না। আবার ইহাদের অনেকের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবার সামর্থ্য নাই। এই শ্রেণীর ইচ্ছুক ছেলেমেয়েদের ঋণ দিয়া লেখাপড়ায় সাহায্য করিলে তাহারা নিজেরা যেমন উপকৃত হইতে পারে, তেমনই বিকাশ ঘটিতে পারে দেশের জনসম্পদেরও। বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও ব্যয়বহুল বৃত্তিমূলক শিক্ষাগ্রহণের জন্যও ঋণ পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা যাইতে পারে। উন্নত বিশ্বের অনেক দেশেই এইরূপ ঋণের সুযোগ রহিয়াছে। শিক্ষার্থী কোনোরূপ জামানত ছাড়াই ঋণ পাইয়া থাকে এবং শিক্ষা সমাপনান্তে কর্মজীবনে প্রবেশ করিয়া কিস্তিতে তাহারা ব্যাংকের দেনা সহজেই শোধ করিয়া দিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে এমনও সুযোগ রহিয়াছে যে, শিক্ষা সমাপনান্তে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানে কিছুদিন কাজ করিয়া ধার উসুল করিয়া দেওয়া হয়।

এই জায়গাটায় বেসরকারী ব্যাংকগুলির ইতিবাচক অবদান রাখিবার সুযোগ রহিয়াছে। শুধু বেসরকারী কেন, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলিও এই ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখিতে পারে। উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণের যোগ্যতা এবং ইচ্ছা- দুই-ই যেসব ছেলেমেয়ের আছে তাহাদের সহজশর্তে বিনা সুদে ঋণ দিয়া ব্যাংকগুলি সহায়তা প্রদান করিতে পারে। এইক্ষেত্রে মেধা এবং খুব ভাল রেজাল্টের একটা শিথিল পরিবর্তনযোগ্য শর্ত জুড়িয়া দিলেও কোনো ক্ষতি নাই। মনে রাখিতে হইবে যে, এসএসসি বা এইচএসসিতে মুখ উজ্জ্বল করা রেজাল্ট করিতে পারে নাই, দৃশ্যত: এমন মিডিওকার ছেলেমেয়েদের মধ্যেও অনেক মেধাবী রহিয়াছে যাহারা উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাইলে ভাল করিতে পারে।

বলা বাহুল্য, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে বি-গ্রেড এবং এ গ্রেড পাওয়া ছেলেমেয়েরাই শিক্ষাজীবনে সাধারণত সবচাইতে বেশী বাধাগ্রস্ত হইয়া থাকে। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহাদের বেশীর ভাগই চান্স পায় না। আবার ইহাদের অনেকের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবার সামর্থ্য নাই। এই শ্রেণীর ইচ্ছুক ছেলেমেয়েদের ঋণ দিয়া লেখাপড়ায় সাহায্য করিলে তাহারা নিজেরা যেমন উপকৃত হইতে পারে, তেমনই বিকাশ ঘটিতে পারে দেশের জনসম্পদেরও। বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও ব্যয়বহুল বৃত্তিমূলক শিক্ষাগ্রহণের জন্যও ঋণ পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা যাইতে পারে। উন্নত বিশ্বের অনেক দেশেই এইরূপ ঋণের সুযোগ রহিয়াছে। শিক্ষার্থী কোনোরূপ জামানত ছাড়াই ঋণ পাইয়া থাকে এবং শিক্ষা সমাপনান্তে কর্মজীবনে প্রবেশ করিয়া কিস্তিতে তাহারা ব্যাংকের দেনা সহজেই শোধ করিয়া দিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে এমনও সুযোগ রহিয়াছে যে, শিক্ষা সমাপনান্তে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানে কিছুদিন কাজ করিয়া ধার উসুল করিয়া দেওয়া হয়।

একথা অনস্বীকার্য যে, ব্যাংকসমূহ পুরোপুরি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। ব্যাংকিং সেবা বিক্রয় করিয়া মুনাফা অর্জনই তাহাদের মোক্ষ। এরপরও যেকোনো ব্যাংক তার মুনাফার একটি ক্ষুদ্র অংশ মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য বরাদ্দ রাখিতে পারে। দেশ ও সমাজের প্রতি এতটুকু কর্তব্য করিবার সদিচ্ছা ব্যাংকগুলির ব্যবসায় কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে বলিয়া মনে হয় না। উন্নত বিশ্বে বেসরকারী খাতের শিল্প বাণিজ্যের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নানা ধরনের সেবামূলক কাজ করিয়া থাকে। আমাদের দেশেও এই কালচারটা গড়িয়া ওঠা দরকার। ইতিমধ্যে গ্রামীণ ব্যাংকসহ কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান কিছু কিছু করিতেছে না, তাহাও অবশ্য নয়। সে সবের কোনো কোনোটির কাজের ক্ষেত্র ও ফলাফল নিয়া প্রশ্ন থাকিলেও বাণিজ্যের পাশাপাশি দেশ ও সমাজকে বাড়তি কিছু দিবার যে চেষ্টা, তাহা প্রশংসার দাবী রাখে।

আমাদের দেশে, যতদূর জানি গ্রামীণ ব্যাংক শিক্ষা ঋণ কর্মসূচী চালু করিয়াছে। গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ সুদমুক্ত নয়। ৫ শতাংশ হারে সুদ ধার্য করা হয়। এই সুদ যদি চক্রবৃদ্ধি হারে হিসাব করা হয়, তাহা হইলে ঋণ গ্রহীতা শিক্ষার্থীদের জন্য ভবিষ্যতে ইহা বড় ধরনের বোঝা হইয়া দাঁড়াইবে। আমাদের বক্তব্য হইল, যেকোনো ব্যাংকের মুনাফা করিবার অনেক খাত রহিয়াছে। অসমর্থ শিক্ষার্থীদের ধার প্রদানের ক্ষেত্রে তাহারা মুনাফার চিন্তাটা স্থগিত রাখিতে পারিলে পরেই সেটা হইবে সত্যিকারের জনকল্যাণ। এই পন্থায় মানবসম্পদ উন্নয়নে যে অবদান সৃষ্টি হইবে, তাহা নিশ্চয় জাতীয় জীবনে বহন করিয়া আনিবে শুভফল। বিষয়টির প্রতি আমরা সংশ্লিষ্ট সকল মহলের মনোযোগ আকর্ষণ করি।